

221247 - ফযলিতপূর্ণ রমযান মাসে পড়ার জন্য বশিষে কোন যকিরি বর্ণনা হয়নি

প্রশ্ন

আমি খয়োল করলাম আমাদের এলাকার ইমাম প্রত্যেকে নামাযের শেষে: ‘আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু’, ‘আসতাগফরিল্লাহু’, ‘নাসআলুকাল জান্নাহ’, ‘নাউযুবকি মনিন্ নার’ তনিবার করে পড়েন। এটি কী সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি? আমরাও কি এভাবে পড়তে পারি? এছাড়াও আর কী দোয়া আছে? আমি সগেলো জানতে চাই; যেন এখন থেকে আমি সগেলো পড়তে পারি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ তে রমযান সংক্রান্ত বশিষে কোন যকিরি-দোয়া উদ্ধৃত হয়নি। শুধু শেষ দশকে লাইলাতুল ক্বদর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণনা হয়েছে যে, তিনি বলেন: আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার কি অভিমত, যদি আমি জানতে পারি কোন রাতটি লাইলাতুল ক্বদরের রাত তখন আমি কি (দোয়া) বলব? তিনি বললেন: তুমি বলবে, ‘আল্লাহুম্মা! ইন্নাকা আফুউন, তুহবিবুল আফওয়া ফা’ফু আন্ন’ (অর্থ, হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমাশীল। ক্ষমা করাটা পছন্দ করেন। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন।) [হাদিসটি ইমাম তরিমযি (৩৫১৩) বর্ণনা করেন এবং তিনি বলেন: হাদিসটি সহি ও হাসান]

আরও জানতে দেখুন: [36832](#)

এছাড়া শুধু রমযান মাস কেন্দ্রিক নির্দিষ্ট সংখ্যাবশিষ্ট, নির্দিষ্ট সওয়াববশিষ্ট বশিষে কোন যকিরি উদ্ধৃত হয়নি। বরং মুসলমানের জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে, সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করা, যত্নে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যকিরি ও দোয়ার মাঝে সমন্বয় করতেন; যাতনে করে এ মাসটির দবিরাতকে সুযোগ হিসেবে কাজে লাগাতে পারেন। বশিষেঃ দোয়া কবুল হওয়ার সময়গুলোকে যমেন- শেষে রাত, জুমার দিন আসরের নামাযের পর ইত্যাদি। এ সময় আল্লাহর কাছে একনিষ্ঠ হয়ে জান্নাত চাইবে এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ইমাম শাতবী (রহঃ) বলেন:

অতএব, বদিত হচ্ছে- দ্বীন বিষয়ে এমন একটি নব উদ্ভাবিত পন্থা যটো শরয়ি পন্থার সাথে সাদৃশ্য রাখে, এ পথে চলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর বন্দগীর ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন...। এর মধ্যে রয়েছে- নব্বিষ্ট কিছু ধরণ ও পদ্ধতি মেনে চলা। যমেন, সম্মিলিতভাবে একই সুরে যিকির করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদবিসকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করা এবং এ ধরণে অন্য আরও যা কিছু রয়েছে। এছাড়াও বিশেষ কিছু সময়ে বিশেষ কিছু ইবাদত পালন করা; যে ইবাদতগুলোর জন্য এ সময় নব্বিধারণ শরয়ি দলিল-প্রমাণে পাওয়া যায়নি।[আল-ইতিসাম (১/৩৭-৩৯) থেকে সমাপ্ত]

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে আমরা সাবধান করতে চাই। সটো হচ্ছে, অনেকে ব্লগ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পাইজে রমযানের প্রতিদিনে জন্য বিশেষ দোয়া ও যিকির প্রচার করা হয়। এগুলো মানুষের আবশ্যিক। কটে হয়তো নিজস্ব পছন্দ হিসেবে এগুলো প্রচার করছিলেন। কিন্তু, অনেকে মানুষ এগুলোকে এ মৌবাক মাস উপলক্ষে শরয়িত প্রদত্ত ইবাদত বলে ধারণা করছে।

প্রকৃতপক্ষে এগুলো সুন্নাহ সাপক্ষে নয়। ইবাদতের ক্ষেত্রে নবীর আদর্শ নয়।

তাই একজন মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে- সকাল-সন্ধ্যার দোয়াসমূহ, নামায শম্মান্তরে দোয়াসমূহ, বিভিন্ন শরয়ি উপলক্ষগুলো কেন্দ্রিক দোয়াসমূহ পড়তে সচেষ্ট থাকা। কুরআন তলোওয়াত, অধ্যয়ন ও অর্থ হৃদয়াঙ্গম করতে নব্বিষ্ট হওয়া। যে ব্যক্তি প্রতিদিন খুঁজে বড়োয় ও সওয়াব পতে চায় সটো পাওয়ার জন্য এ দোয়াগুলো যথেষ্ট।

আল্লাহই ভাল জানেন।